দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... 28 MAY 2008

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফল

দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের দাখিল ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত মঙ্গলবার। পাসের গড় হার ৭০ দশমিক ৮৯ শতাংশে। জিপিএ'র সংখ্যা ৬২ হাজার ৩শ' ৭ জন। পাসের হারের বিবেচনায় গত ২ বছরের ন্যায় এবছরও শীর্ষ স্থান অধিকার করেছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। শতকরা শত ভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। একজনও পাস করেনি এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় কমেছে। তবে এ বছর পাসের হার কমেছে। ৩ লাখের বেশী শিক্ষার্থী ফেল করেছে। ফেল করার পেছনে এককভাবে ইংরেজী বিষয়ের দুর্বলতাকেই দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে এবারের রেকর্ড সংখ্যক জিপিএ পাওয়ায় ভাল কলেজগুলোতে ভর্তি সংকট আরও ঘনীভূত হতে পারে। রাজধানীর ১৫টি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা ১৫ হাজার এবং সারা দেশ মিলিয়ে ২০ হাজারের অধিক আসন নেই যা প্রাপ্ত জিপিএ'র তুলনায় খুবই নগণ্য।

এটা অত্যন্ত আনন্দ ও খুশীর খবর যে, শিক্ষা জীবনের প্রথম ও প্রধান পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ভাল করায় উত্তরোত্তর রেকর্ড সৃষ্টি করছে। গত কয়েক বছর ধরেই এ ধরনের পরীক্ষার ফলাফলে নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হওয়ায় প্রমাণিত হয়, শিক্ষামানের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করার প্রত্যয় নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে, যারা পড়াচ্ছেন, পরীক্ষা নিচ্ছেন এবং শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় সচেষ্ট রয়েছেন যারা- সেই শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ভাল ফলের কারণে গত মঙ্গলবার থেকে সারা দেশে যে আনন্দের জোয়ার বইছে, আমরাও তার সাথে যুক্ত হয়ে জানাই মোবারকবাদ। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিগত সরকারগুলোর তরফে নকল মুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করার ধারাবাহিকতাসহ বেশ কিছু বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নেয়ার ফলেই গত কয়েক বছর পাসের হার বৃদ্ধিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শুভ-লক্ষণ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এবার রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এই ফলাফলের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সর্বোচ্চ মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। এবার একাধারে শতভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি শূন্য পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমার মধ্য দিয়েও শিক্ষামানের উর্ধ্বগতি লক্ষ্যণীয়। যাদের মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে, তাদের মুখে ছাই দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা প্রমাণ করেছে- তারা শুধু ভালই করেনি, ফলাফলের বিবেচনায় অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডকে ছাড়িয়ে শীর্ষ স্থান দখল করে মেধা ও মননের উৎকর্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা যে পড়াশুনার ব্যাপারে আন্তরিক, মনোযোগী এবং প্রতিযোগিতামুখী তাও প্রমাণিত হয়েছে। ফল বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ছাত্ররা এগিয়ে আছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করেছে, তবে ইংরেজী ও গণিতের দুর্বলতার কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ফেলের বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক। উত্তম ফলাফলের পাশাপাশি পাসের হার নিম্নমুখী হওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে, ইংরেজী ও গণিতে গত বছরের তুলনায় এ বছর কিছুটা খারাপ করেছে ঢাকা, বরিশাল ও রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। এ ক্ষেত্রে এ বোর্ডগুলোর মফস্বল ও প্রত্যন্ত স্কুলগুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়। সেই সাথে গ্রামাঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীরা বরাবরের মতোই এবারও খুব একটা ভাল ফল করতে পারেনি। ইংরেজী ও গণিতে খারাপ করার পেছনে দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব যেমনি দায়ী, তেমনি গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ফল খারাপ করার সাথে আর্থিক সঙ্গতির অভাব ছাড়াও শিক্ষা উপকরণ, বইপত্র, লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরি ইত্যাদির সুবিধার অভাবও দায়ী। এর ফলে হয়তো সমমেধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ল। এই বৈপরীত্য ও বৈষম্য দূর করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা গেলে জাতীয় উন্নয়নে আরও প্রকৃত মেধাবী ও প্রতিভাবানদের পাওয়া সম্ভব হতে পারে। এখানে আরো উল্লেখ করা দরকার, গ্রামের শিক্ষার্থীদের শহরের মতো কোচিং সুবিধা না পাওয়াও ফল খারাপের অন্যতম কারণ। ফলবৈষম্য দূর করে গ্রাম ও শহরের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করার ক্ষেত্রে সকলের উপযুক্ত একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা, পাঠদানে যথাযথ মনোযোগ, দক্ষ শিক্ষক, অভিভাবকদের তত্ত্বাবধান এবং সংশ্লিষ্টদের তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা গেলে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন হয়েছে তা বলা যাবে না।

পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতিভা লালন করা অত্যন্ত জরুরী। এবারের ভাল ফলের পাশাপাশি ভাল কলেজে পড়ার সংকটের আশংকা শিক্ষার্থী-অভিভাবক মহলকে ইতোমধ্যেই ভাবিত এবং চিন্তিত করে তুলেছে। একাডেমিক ফিটনেসের সাথে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র যারা জিপিএ ৫ পেয়েছে সারা দেশে তাদের ভর্তি হওয়ার মতোই কোন সুযোগ বিদ্যমান নেই। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ভর্তির আসন সংকট হবে না। যাই হোক, এটা হচ্ছে বর্তমান সরকারের আমলে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা। ভাল ফলের পাশাপাশি ভর্তি সমস্যা প্রসঙ্গে অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, ভাল কলেজের সংখ্যা বাড়াবার কোন বিকল্প নেই। ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াবার পাশাপাশি শিক্ষা মানের দিকটিতে নজর রাখতে হবে। এখন চলছে এইচএসসি পরীক্ষা। এ পরীক্ষাতেও শিক্ষার্থীরা ভাল করবে বলে আশা করা যায়। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন এবং আসন সংকট সমাধানে তাই এখন থেকেই তৎপর হওয়া প্রয়োজন।